জাতিসংঘের গ্লোবাল কমপ্যাক্ট এবং জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের অভিমত

সিরডাপ মিলনায়তন

১৩ মে ২০১৭

প্রেক্ষাপট

- সিরিয়ান শরণার্থী সমস্যা এবং জাতিসংঘ সভা আহ্বান
- সেপ্টেম্বর ২০১৬ উক্ত বিষয়ে নিউইয়র্ক ঘোষণা এবং শরণার্থী ব্যবস্থাপনায়
    - গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন রিফিউজি
    - গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন এর দুটি ভিন্ন কমপ্যাক্ট প্রণয়নের ঘোষণা

জাতিসংঘের গ্লোবাল কম্প্যাক্ট প্রনয়ণ প্রক্রিয়া

ক. প্রস্তাবিত গ্লোবাল কমপ্যাক্ট আসলে নতুন কোন আইন তৈরি করবে না, তবে

খ. একটি বিস্তারিত কর্মকাঠামো উপস্থাপন করবে যেখানে শরণার্থী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হবে।

গ. দুটি কমপ্যাক্টই শরণার্থী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে।

কমপ্যাক্ট প্রণয়ণে তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হবেঃ

ঘ. সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে বিষয়সমূহের উপর বৈশ্বিক আলোচনা [নভেম্বরের মধ্যে]

ঙ. প্রস্তাবনার উপর মূল্যায়ন [ডিসেম্বর ’১৭ এর মধ্যে] এবং

চ. দুটি কমপ্যাক্ট চুড়ান্তকরণ [জুলাই ’১৮ এর মধ্যে]। আগামী সেপ্টেম্বর ’১৮ জাতিসংঘ সম্মেলনে এই চূড়ান্ত কমপ্যাক্ট গৃহীত হবে।

জাতিসংঘের গ্লেবাল কমপ্যাক্ট প্রণয়নে ছয়টি থিমকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার উপর বৈশ্বিক আলোচনা হবে এবং প্রস্তাবনা গৃহীত হবে। থিমসমুহ হচ্ছে;

ক. শরণার্থী এবং অভিবাসনকারীদের মানবাধিকার

খ. শরণার্থী / অভিবাসী হওয়ার সকল কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ বিশেষ করে বর্তমান অনুমিত কারণসমূহের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনসমূহও চিহ্নিতকরণ এবং আলোচনা

গ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শরণার্থী / অভিবাসন বিষয়ক প্রশাসনিক কাঠামো

ঘ. অভিবাসকারীদের অর্থনৈতিক অবদান

ঙ. অভিবাসনের নামে মানব পাচার এবং তাদের নিয়ে অমানবিক শ্রমে নিয়োজিতকরণ

চ. নিয়মিত এবং অনিয়মিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কাঠামো

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতিঃ বর্তমান বৈশ্বিক প্রবণতা

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে বৈশ্বিক পূর্বাভাস বা অনুমান

- ১৫০-২০০ মিলিয়ন বাস্তুচ্যুতি ঘটতে পারে (আইপিসিসি'র ৫ম প্রতিবেদন)
- উক্ত বিষয়ে নানসেন ইনিসিয়েটিভ (জলবায়ু বাস্তচ্যুতি এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ে গবেষণা সংস্থা) এ পর্যন্ত ৫০টি দেশ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জলবায়ু তাড়িত অভিবাসন সংঘটিত হয়েছে।

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি এবং বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতাঃ

বহু পুর্বেই জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি সংখ্যা দন্দ্ব-সংহিসতায় সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতিকে ছাড়িয়ে গেছে

- ২০১৫ সালে দ্বন্দ্ব-সংহিসতায় সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা ছিল ৮.৬ মিলিয়ন
- পক্ষান্তরে, দুর্যোগজনিত কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা ছিল ১৯.২ মিলিয়ন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা

প্রধান কারণসমূহঃ

ক. উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জোয়ারের উচ্চতা এবং সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস এবং এর কারণে বন্যা

খ. নদী ভাঙ্গন (উপকূলীয় এবং সমতল এলাকা)

গ. ঘূর্ণিঝড়

ঘ. জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া। [সিডিএমপি' ২০১৪]

উপরোক্ত কারণে সৃষ্ট বিপদাপন্নতা

- উপকুলীয় এলাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫% অতি বিপদাপন্ন এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার কারণে ১২ জেলা ঝুঁকিপূর্ন বলা হচ্ছে

বাস্তুচ্যুতির পরসিংখ্যান

- সাইক্লোন সিডর (২০০৭) প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন
- সাইক্লোন আইলা ২.০ মিলিয়ন
- উপকূলীয় এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে ১০,৬০০
- ২০১৫ সালে বালাদেশে এই সংখ্যা ৫,৩১০০০ [সিডিএমপি এবং আইডিএমসি]

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে কম গুরুত্ব পাচ্ছে

দরিদ্র এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর সমস্যা বিধায় বিশ্বনেতৃবৃন্দ জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে। যে কারণে উক্ত বিষয়ে:

ক. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয় নাই

খ. জলবায়ুতাড়িত অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে কোন আইনও প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই।

গ. উক্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ করার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি রয়েছে।

ঘ. সর্বোপরি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোন পর্যায়েই বিষয়টি নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয় নাই।

বিশ্বনেতৃবৃন্দ শরণার্থী এবং অভিবাসন বিষয়ে নিউইয়র্ক সম্মেলনে আবার যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন;

ক. দেশ স্থান বিবেচনা না করে সকল শরণার্থী এবং অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা করা হবে।

খ. যে সকল দেশ শরণার্থী এবং অভিবাসিত জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ করছে এবং আশ্রয় দিচ্ছে সে সকল দেশসমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

গ. অতি বিপদাপন্ন এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক এবং উন্নয়ন সহায়তার মান আরও উন্নত করা হবে, বিশেষ করে বহুপাক্ষিক, আর্থিক এবং উদ্ভাবনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবধান আরও কমিয়ে আনা হবে।

ঘ. অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কর্মকাঠামো প্রণয়ন করা হবে, যেখানে জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যেই সদস্য রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং নাগরিক সমাজের দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট থাকবে।

ঙ. সকল অভিবাসিদের জন্যই নতুন আবাসন/ পুনর্বাসন পক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন অভিবাসনের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যই মানবাধিকার উপেক্ষিত হওয়ার একটি কারণ

জলবায়ু পরিবর্তজনিত প্রভাব	-----	মানবাধিকার উপেক্ষিত হওয়ার উদাহারণ
ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি	----	মানুষের বেঁচে থাকা কষ্টকর/জীবন বাঁচানোর অধিকার
ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার্ত হওয়ার ঝুঁকি		খাদ্যে প্রবেশাধিকার না পাওয়ার ঝুঁকি
পানি সংকট	----	সুপেয় পানির সংকট, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঝুঁকি এবং অকাল মৃত্যুর আশংকা
বন্যা এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	-	উচ্ছেদ, বাসস্থান হারানোর ঝুঁকি এবং নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার না পাওয়া

বিশ্বনেতৃবৃন্দের নিউইয়র্ক ঘোষণার উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের অভিমত

যদি বিশ্ব-নেতৃবৃন্দ সত্যিই শরণার্থী এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা মানবাধিকার বিষয়সমূহ অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:

১. জাতিসংঘ ঘোষিত গ্লেবাল কমপ্যাক্ট (জিসিএমআর) অবশ্যই শরণার্থী এবং অভিবাসন বিষয়ক বর্তমান আইন পর্যালোচনা করতে হবে এবং সময়োপযোগী আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. জিসিএমআর-কে অবশ্যই শরণার্থী এবং অভিবাসন বিষয়ক বর্তমান সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিবাসনকে সংজ্ঞার মধ্যে আনতে হবে। তা না হলে অভিবাসনকারী জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাইরে থাকার আশংকা থেকেই যাবে।

৩. উক্ত সংজ্ঞার আলোকে জিসিএমআরকে অবশ্যই নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিতর্ক না থাকে।

বিশ্বনেতৃবৃন্দের নিউইয়র্ক ঘোষণার উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের অভিমত

৪. জিসিএমআর অবশ্যই রাষ্ট্রের দায়িত্বসমূহ এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে জলবায়ু তাড়িত অভিবাসনকারী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার এবং মৌলিক চাহিদাসমূহ বিশেষ করে খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান নিরাপত্তা এবং পারিবারিক একত্ব ইত্যাদি নিশ্চিত হয়।

৫. জিসিএমআর-কে অবশ্যই অভিবাসনকারী জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে গ্রহণকারী দেশের মধ্যে আন্তঃদন্দ্ব নিরসিত হয়।

৬. জলবায়ু তাড়িত আভিবাসনকারী জনগোষ্ঠ যাতে অভিবাসন পরবর্তী পুর্নবাসন, বিশেষ করে তারা নিজ দেশে বা অন্য কোন তৃতীয় দেশে তাদের আগ্রহ ও ইচ্ছানুয়ায়ী পুনর্বাসিত হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে জিসিএমআর-কে আভিবাসনকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যেতে সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সকল দেশকে অবশ্যই জিসিএমআর এর স্বাক্ষরকারী হতে হবে এবং নিজ দেশে আইনগতভাবে অনুমোদিত হতে হবে।

জাতিসংঘের গ্লেবাল কমপ্যাক্ট এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- গ্লেবাল কমপ্যাক্ট এবং এর বাস্তবায়নে বৈশ্বিকভাবে গৃহীত সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশল থাকতে হবে। বাস্তবায়ন কৌশল অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের জাতীয় নীতিমালার সাথে সংযুক্তি থাকে এমন কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

- অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সঠিক বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট ফলো-আপ ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে কি ফলাফল অর্জিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

- আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে রিফ্যুজি সংস্থার পাশাপাশি জাতিসংঘের সকল অংগ-সংগঠন যেমন আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, ইউনিসেফ ইত্যাদি অন্যান্য সকল অঙ্গ-সংগঠনসমুহকে সংযুক্ত করতে হবে এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের তাদের একটি সহযোগিতা কৌশল এবং কর্মপ্রণালী থাকতে হবে।

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে;

জাতীয় পর্যায়ে আমাদের করণীয় বলে মনে করি

- উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে আমরা প্রশংসা করি
- জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে আমাদের গবেষণা সংস্থাগুলোকে গবেষণা করা উচিৎ যাতে করে বিজ্ঞানসম্মত এবং আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয় এমন জ্ঞান থাকে।
- জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়টি কোন মন্ত্রণালয়ের একক বিষয় হওয়া উচিৎ নয়। এটি বাস্তবায়নে সরকারের একটি কমিশন থাকা উচিৎ। পাশাপাশি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য বিষয়টি ক্রস-কাটিং বিষয় হিসাবে থাকতে হবে এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে আন্তর্জাতিক সমঝোতার কৌশল ঠিক করা উচিৎ। উক্ত বিষয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় ঐক্য ও সংহতি থাকতে হবে।

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে;

জাতীয় পর্যায়ে আমাদের করণীয় বলে মনে করি

- আমাদের একটি আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা করতে হবে।

- জলবায়ু পরিবর্তজনিত বাস্তচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য উপকূলীয় এলাকা সহ সকল এলাকার জন্য একটি মনিটরিং সেল থাকা উচিৎ, যাতে আভ্যন্তরীণ অভিবাসন এব তাদের অবস্থান ইত্যাদি মনিটরিং সহজ হয় এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা যায়।

- জলবায়ু পরিবর্তজনিত বাস্তচ্যুতি জনগোষ্ঠীর বাস্তবসম্মত পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। তাহলেই তাদেরকে দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজ হবে।

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে;

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের করণীয় বলে মনে করি

- **উক্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে নিয়মিত ক্যাম্পেইন ও লবিং করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এ উদ্দেশ্যে আমাদের একটি জাতীয় কমিটি থাকা উচিৎ, বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে যারা এ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে।**

- **গ্লোবাল কম্প্যাক্ট এ জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর কার্যকর বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে।**

ধন্যবাদ